দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাকে অবৈতনিক করা সম্ভব

নূর মহম্মদ মিঞা

(গতকালের পর)

নিম্নে বর্ণিত অর্থ সঞ্চয়ের উৎসটি সবার কাছেই খুব পরিচিত। বহুল পরিচিত এই উৎস থেকে অর্থার্জন নির্দ্বিধায় অনেকটা সুনিশ্চিত।

১·৪ যারা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সাথে সুপরিচিত, তাদের কাছে একথা বললে বোধহয় বুঝে উঠতে কষ্ট হবে না যে, বাংলাদেশের থানা পরিষদে কমপক্ষে সাত/আটটা করে হাট–বাজার অবস্থিত এবং এর মধ্যে অনেক হাট–বাজার আকার আয়তনে যথেষ্ট বড়। এই সমস্ত হাট–বাজার প্রত্যেকটি সপ্তাহে দু' বার করে, মাসে আট বার বসে। কোন কোন স্থানে সকালে দৈনিক বাজারও বসে থাকে। এমতাবস্থায় প্রতিটি হাট–বাজারে মাসে দু' হাজার টাকার একটা মাসওয়ারী চাঁদার পরিমাণের জন্য হাট–বাজার কমিটির কাছে অনুরোধপত্র পাঠালে (আমার যতদূর মনে হয়) উক্ত কমিটি মাসে মাসে ঐ সামান্য টাকা হাট–বাজারের দোকানদার ও ক্রেতা–বিক্রেতাদের কাছ থেকে তুলে শিক্ষা ট্রাস্টের তহবিলে জমা দিতে অবহেলা করবেন না। এই হিসাব মোতাবেক কোন থানাতে আটটা হাট থাকলে মাসে ট্রাস্ট ফান্ডের জন্য ২০০০×৮=১৬,০০০ টাকার একটা অনুদান আসতে পারে। এইখানে হাট–বাজারের টাকা আদায় করার ব্যাপারে একটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখি। বাংলাদেশে হাট–বাজার বর্তমানে জেলা সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিতে হয়। অতএব জেলা প্রশাসকের হাট–বাজার ইজারা দেয়ার সময়ই ট্রাস্টের স্বার্থে প্রতি হাটের ইজারা মূল্যের মধ্যেই দু' (২) হাজার টাকা থানা শিক্ষা ট্রাস্টের জন্য ধরে দিয়ে বিক্রয় করা উচিত।

১·৫ এই সাথে থানা শিক্ষা ট্রাস্টের তহবিলে অর্থপ্রাপ্তির ব্যাপারে আরেকটা উৎস উল্লেখ না করে পারছি না। এই উৎস থেকে অর্জিত আয়ের পরিমাণ খুবই, বিপুল হবেঃ

একটা থানায় যতগুলো গ্রাম থাকবে তার প্রতিটি গ্রাম থেকে দিনে একটিমাত্র টাকা চাঁদা নিলে বছরে সেই গ্রাম থেকে আসবে ৩৬৫ টাকা। আসুন, যে থানার সঠিক গ্রামসংখ্যা আমাদের জানা আছে তাকে সামনে রেখে মোটামুটি একটা হিসাব করে দেখি ট্রাস্ট ফান্ডের জন্য আমাদের বাৎসরিক আয় এই খাত থেকে কত হতে পারে।

লোহাগড়া থানায় গ্রামের সংখ্যা=২২৭টি। প্রতি গ্রাম থেকে বাৎসরিক আয়=৩৬৫ টাকা। অতএব সমগ্র থানা থেকে বছরে মোট আয় হবে =২২৭×৩৬৫=৮২,৮৫৫টাকা।

টাকার অংকটা বড় দেখে অনেকের মনে হতে পারে গ্রামের দরিদ্র লোকেরা কি এত টাকা দিতে পারবে? গ্রামের লোক দরিদ্র হলেও আমাদের এ কথাটি ভুলে গেলে চলবে না যে এই টাকাটা তাদের কাছেই ফিরে আসছে তাদের সন্তান–সন্ততির স্কুলের ফ্রি স্টুডেন্টশীপ হিসাবে। তাছাড়া এই কথা কেউ বলবেন না যে দিনে একটি করে টাকা দেয়া একটি পুরো গ্রামবাসীদের জন্য খুব বড় একটা বোঝা। তবে এ টাকা সংগ্রহ করে জমা দেয়াটা কার্যনিষ্পন্ন পদ্ধতির একটি সমস্যা হতে পারে। তবে পদ্ধতিগত সমস্যা মীমাংসিত হয় অতি সহজেই, যদি কিনা ব্যবস্থাপনায় যারা থাকেন তারা আন্তরিকতার সাথে সেটা গ্রহণ করেন এবং সমস্যার সবকিছু পর্যালোচনা–উত্তর ধীরেসুস্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বর্ণিত অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি কি হবে এবং কিভাবে তা কার্যকর করা যাবে সেটা মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রবেতনবিহীন শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে নিবন্ধকার তুলে ধরার নিশ্চিত অঙ্গীকার করছেন।১

১·৬ অন্য একটি ধারা থেকে আর্থিক সাহায্য আসতেপারে।

অর্থ যোগাড়ের ব্যাপারে আমরা যে সম্ভাব্য উৎসগুলো উল্লেখ করেছি সেগুলোই সর্বশেষ উৎস নয়। এর বাইরেও ট্রাস্টের জন্য অর্থার্জনের আরো একটা উৎস রয়েছে এবং সে ধারাটি তুলনামূলকভাবে সবচাইতে সুদূরপ্রসারী ও আশানুরূপ ফলদায়ক। আসুন সে উৎসটা সম্বন্ধে আলোচনায় লিপ্ত হই। একটা থানাকে সামনে ধরে আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রক্ষিপ্ত হবে।

লোহাগড়া থানায় কতটি ইউনিয়ন আছে?

জবাবঃ১২টিইউনিয়নআছে।

থানায় কতটি গ্রাম আছে?

–২২৭টিগ্রামআছে।

এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হচ্ছে লোহাগড়া থানার ২২৭টি গ্রামে সরকারী ও বেসরকারী চাকরিজীবীদের সংখ্যা কত?

প্রশ্নটি উঠার সাথে সাথে তার সঠিক জবাবটি কি করে পাওয়া যাবে সেটাই এখন আমাদের অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

চাকরিজীবীদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণের একটা পন্থা আমাদের বের করতে হবে এবং সেটা বের করতে সক্ষম হলে মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রছাত্রীদের বেতনবিহীন লেখাপড়ার স্বার্থে অভূতপূর্ব একটা কল্যাণ সাধিত হবে। এই প্রেক্ষাপটে নিবন্ধকার বলতে চান যে, যদি এই থানায় বসবাসরত প্রতিটি চাকরিজীবী তার এক মাসের মাইনে ১২ থেকে ১৮ কিস্তিতে অথবা তার চাইতে অধিক কিস্তিতে প্রদান করেন তাহলে সেটা যে দাতার জন্মস্থানের দরিদ্র গ্রামবাসীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে কতবড় একটা মহৎ অবদান হবে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এই ধরনের কর্মের সুফল দাতাদের সন্তানাদির ওপর অনন্তকাল বর্ষিত হতে থাকবে। ইসলাম ধর্মে যাকে বলে 'ছদকায়ে জারিয়া' (অমর দান)।

আসুন এর পরে কি করতে হবে তা নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হই।

একটা কার্ড করতে হবে যেখানে–

ক) থানার অধিবাসীর নাম, ইউনিয়ন ও গ্রাম উল্লেখ থাকবে।

খ) চাকরি সরকারী বা বেসরকারী হলে কোন্ বিভাগে বা কোথায় কোন্ সংস্থায় তার উল্লেখ থাকবে।

গ) প্রথম যোগদানের তারিখ উল্লেখ থাকবে।

ঘ) প্রাপ্ত বেতনের সঠিক স্কেলের বর্ণনা থাকবে।

ঙ) বর্তমানে প্রাপ্ত মাসিক মাহিনার পরিমাণ উল্লেখ করা থাকবে।

চ) কত কিস্তিতে দানকারী তার বর্তমানে প্রাপ্ত মাসিক বেতন ট্রাস্ট ফান্ডে দিতে রাজি হবেন সেটার উল্লেখ থাকবে।

কার্ডের উল্টো পিঠে ১২–১৮ ঘরের একটি ছক থাকবে যেখানে তারিখসহ প্রতিটি কিস্তির উল্লেখ থাকবে।

থানা ঃ ইউনিয়ন ঃ

গ্রাম ঃ

নাম ঃ

পিতার বা স্বামীর নাম ঃ

চাকরির ধরন ঃ ❑ সরকারী ❑বেসরকারী

সরকারী হলে বিভাগ ঃ

বেসরকারী হলে সংস্থা ঃ

প্রথম যোগদানের তারিখ ঃ

বেতনের স্কেল (বর্তমান) ঃ

প্রাপ্ত মাসিক বেতন (বর্তমান) ঃ

কত কিস্তিতে পরিশোধ হবে ঃ

৩ (তিন) খানা কার্ড পূরণ করতে হবে।

১ খানা থাকবে যেখান থেকে দাতার প্রদত্ত টাকাটা আসছে।

১খানা থাকবে ব্যাংকে–যেখানে টাকাটা জমা হবে।

১খানা থাকবে ট্রাস্ট ফান্ডের সম্পাদকের কাছে।

কার্ড যথাযথরূপে নির্ভুলভাবে ছাপা হলে (প্রিন্ট করা হলে) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামের চাকরিজীবীর বাড়িতে পৌছে দিয়ে অনুরোধ করে আসতে হবে যে তারা যেন বাড়ির চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তির কাছে কার্ডটা পাঠিয়ে দেন।

এই কার্ড পূরণ করার পরে কোথায় কিভাবে সেটা রাখা হবে বা কি করে দাতার কাছে পৌছাতে হবে–সে ব্যাপারে, কাজে হাত দিলে–সুনির্দিষ্ট করে দেখানো যাবে।

(বাকি অংশ আগামীকাল)